দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 07 NOV 1994
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা

# শিবির কর্মীদের হাতে আহত ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

( নিজস্ব বার্তা পরিবেশক )

ছাত্র শিবিরের সন্ত্রাসীদের হাতে মারাত্মক আহত ছাত্রদল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক নূরুল হুদা মুসা গতকাল রোববার ঢাকা সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএম-এইচ) মারা গেছেন। গত ২৭শে অক্টোবর শিবিরের সন্ত্রাসীরা হাত ও পায়ের রগ কেটে দিয়ে তার শরীরের বিভিন্ন অংশে ইট দিয়ে থেতলে দিয়েছিল।

মুসার মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়ার পরপর ঢাকা ও চট্টগ্রামে উত্তেজনা দেখা দেয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ৮টার মধ্যে আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। উত্তেজিত ছাত্রদল কর্মীদের বাধার মুখে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গতকালের নির্ধারিত অনার্স পরীক্ষাও অনুষ্ঠিত হয়নি।

ছাত্রদল কর্মীরা চট্টগ্রাম-নাজিরহাট সড়ক ১০টা থেকে বেলা একটা পর্যন্ত চার ঘন্টা অবরোধ করে রাখে। ক্যাম্পাস ও

শিবির কর্মী ঃ পৃঃ ৬ কঃ ৫

## শিবির কর্মী ঃ ছাত্রদল নেতার মৃত্যু

( ১ম পৃষ্ঠার পর )

নগরীতে শিবিরের সন্ত্রাসীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে বেশ ক'টি মিছিল বের করা হয়।

নিহত ছাত্রনেতা মুসা লোক প্রশাসন বিভাগের অনার্স ফাইনাল পরীক্ষার্থী ছিল। গতকাল যে পরীক্ষা হতে পারেনি তাতে তার অংশ নেয়ার কথা ছিল। মুসার লাশ গতকাল রাতে চট্টগ্রাম পৌঁছেছে। আজ সকালে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ও সকাল এগারটায় লালদীঘি ময়দানে তার নামাজে জানাজা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল তিনটায় দোস্ত বিল্ডিং চত্বরে অনুষ্ঠিত হবে প্রতিবাদ সমাবেশ। গতকাল রাত ৮টা ২০ মিনিটে, একটি এ্যাম্বুলেন্সে করে নূরুল হুদা মুসার লাশটি নাসিমন ভবনস্থ নগর বিএনপি কার্যালয়ে আনলে এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা ঘটে। মুসার পিতা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ এনামুল হক ও তার স্ত্রী লাশের সাথে আসেন। গাড়ি থেকে নেমেই সেখানে উপস্থিত নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব ডঃ আবু ইউসুফ আলম, বাণিজ্য অনুষদের প্রাক্তন ডীন অধ্যাপক আবদুল মান্নান, আওয়ামী লীগের সাবেক এমপি নুরুল আলম চৌধুরীসহ ছাত্রদল নেতাদের জড়িয়ে ধরে ডঃ এনাম ডুকরে কেঁদে ওঠেন। রাতে রাখার জন্য লাশটি চট্টগ্রাম সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ্য, লাশ এসে পৌঁছার পর এমএ সবুর ছাড়া বিএনপি'র উল্লেখযোগ্য কোন নেতাকে সেখানে উপস্থিত দেখতে না পেয়ে ছাত্রদল কর্মীদের অনেকেই ক্ষোভ প্রকাশ করে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল নগর শাখা সভাপতি নাজিমুর রহমান ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, চাকসুর এজিএস মাহবুবের রহমান শামীম, উত্তর জেলা সভাপতি জসিমউদ্দিন শিকদার, দক্ষিণ জেলা সভাপতি মোরশেদুল আলম প্রমুখ এক যুক্ত বিবৃতিতে ছাত্রদল নেতা মুসার হত্যাকারী শিবিরের সন্ত্রাসীদের ৪৮ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করা না হলে পরিণতি অশুভ হবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, জামাত-শিবির চক্র আজ খুনের নেশায় উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

ছাত্রনেতা মুসার নির্মম হত্যাকান্ডের প্রতিবাদ ও শিবির সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে আরো বিবৃতি দিয়েছেন ছাত্র ইউনিয়ন বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি নাজিমুদ্দীন শ্যামল, সাধারণ সম্পাদক মহিবুল ইসলাম ফারুক, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট সভাপতি ওসমান গনি মজুমদার, সাধারণ সম্পাদক খোকন দাস, ইসলামী ছাত্রসেনা সভাপতি মোহাম্মদ আজম, সাধারণ সম্পাদক নঈমুল হক পারভেজ, ছাত্রলীগ একাংশের সভাপতি মোঃ কলিম ও সাধারণ সম্পাদক আল হাসান খান প্রমুখ।